শীতে করোনা পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে- প্রধানমন্ত্রী

আসছে শীতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ যদি আবার বাড়ে, তা মোকাবিলায় এখন থেকেই সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। সেজন্য হয়তো আমরা এটা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি। তবে সামনে শীত, আরেকটু খারাপের দিকে যেতে পারে। তবু আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের এই মুহূর্ত থেকেই তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।’

গতকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ ফান্ডে দেওয়া ৩৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংগঠনের অনুদান গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) এই অনুদানের চেক গ্রহণ করেন।

এই অনুদান সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বলেন, ‘এটা ঠিক যে এই করোনা ভাইরাসের কারণেই (সরাসরি উপস্থিত থেকে) দেখা হচ্ছে না। তবু বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনারা যে কষ্ট করে এসেছেন আমার অফিসে, সেজন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবাই সুস্থ থাকুক এটাই আমরা চাই। দোয়া করেন, দেশটা যাতে এই করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে মুক্তি পায়। সারা বিশ্বই যাতে মুক্তি পায়। মানুষের সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের কারণে।’

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো যেন ভালোভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) প্রতিনিধিদের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যাংকের মালিকদের বিভিন্ন দাবি সরকার ‘অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে’ বিবেচনা করে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু ব্যাংক আছে অতি দুর্বল হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় মার্জ করাতে হয়।

অবিবেচনা করে কিছু করা হবে না এইটুকু ভরসা রাখবেন।

যে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বিএবির সদস্যরা এগিয়ে আসায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘প্রাইভেটে ব্যাংকটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরাই নিয়েছিলাম। আমরা দিয়েছি সব থেকে বেশি। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মানুষ যাতে ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত হয়, তার ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি। এমনকি কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, সব থেকে বড় কথা আমরা যত বড় প্রাইভেট ব্যাংক দিয়েছি, ব্যাপক হারে কর্মস্থান হয়েছে, অনেক মানুষের চাকরি হয়েছে। আর আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয়েছে। সেখানে ব্যাংকগুলো যাতে ভালোভাবে চলে আমরা সেটাও চাই।’

কোভিড-১৯-এর অভিঘাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত রাখতে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি এবং যেখানে যা প্রয়োজন তা-ই দিয়েছি। কারণ জনগণের সেবা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)-এর নেতৃত্বে ৩৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুষ্ঠানে ১৬৪ কোটি টাকা, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট ১০ লাখ টাকা, মিনিস্টার গ্রুপ ২৫ লাখ টাকা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬০ লাখ টাকা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ১০ লাখ টাকা, বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন ৪০ লাখ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছে বলে সরকারপ্রধানের দপ্তর থেকে জানানো হয়।

অনুদান দেওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে—এবি ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক (বিডি) লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, পদ্মা ব্যাংক

লিমিটেড , প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড , পূবালী ব্যাংক লিমিটেড , এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড , শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড , সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড , স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড , ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড , ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড , ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ও উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।

আরো ছয়টি সংস্থা যেমন –খাদ্য মন্ত্রণালয় , ফোসা (ফরেন অফিসার্স স্পাউস অ্যাসোসিয়েশন), রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় , ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি), বাংলাদেশ জুডিশিয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিএবির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ অন্যান্য ব্যাংকের মালিক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র - ইত্তেফাক

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

রবিবার বিকেলে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সহ মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন।

তারই ধারা বাহিকতায় আজ শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নিদের্শনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।

করোনায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৫৬৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৯১০ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ১ হাজার ৫৬৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৭২ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫১ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৬ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ১৭০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৬৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৭২।

গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৯১০ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫১ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৬ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭৩ দশমিক ২০ শতাংশ ও মৃত্যু হার ১ দশমিক ৪১ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

মেহেরপুরে নতুন ২জনসহ মোট আক্রান্ত ৫৯৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে একজন এবং মুজিবনগরে একজন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৯৬ জনে।

আজ শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান , আজ প্রাপ্ত ১৮ টি রিপোর্টের মধ্যে ২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা - ৩৯১৮ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৩৩ জন । এর মধ্যে সদরে - ৯, গাংনীতে - ১৮, মুজিবনগরে - ৬ জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে - ৭, গাংনী - ৬, মুজিবনগর - ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৯৯ জন । এদের মধ্যে সদরে -২৬১, গাংনী -১৭৮, মুজিবনগর - ৪৯জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪৬ জনকে।
ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন - মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার খাদিজা খাতুন এবং মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের ইসমাইল হোসেন।

আরও ২২ প্রাণ গেল করোনায় , শনাক্ত ১৫৪১

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৮৮১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ১ হাজার ৫৪১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৮০৫ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯২৩ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৩৫ জন।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয় , গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৭৩০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৭২৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৮০৫।

গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১২ দশমিক ১১ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৮৮১ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯২৩ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৩৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭২ দশমিক ৯৭ শতাংশ ও মৃত্যু হার ১ দশমিক ৪১ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

আইসিইউতে অ্যাটর্নি জেনারেল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আজ ভোরে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে অ্যাটর্নি জেনারেলকে দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত অ্যাডভোকেট মাসুদ মিয়া জানান, ভোরে অ্যাটর্নি জেনারেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গত ৪ সেপ্টেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেলকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি

করা হয়।

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কোভিড -১৯ মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ‘যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়’ দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনেক সমালোচনা অনেকে করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে যে কাজগুলো করার দরকার ছিল, সেটা কিন্তু যথাযথভাবে করা হয়েছে বলেই কোভিড -১৯ কে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি।

ডাক্তার -স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করে সরকার প্রধান বলেন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এই মহামারীর মধ্যেও যে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, আর তা করতে গিয়ে অনেকের যে মৃত্যুও হয়েছে, সে বিষয়টি সবাইকে ‘মাথায় রাখতে’ অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সমালোচকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে এক শ্রেণির লোক থাকে, সমালোচনা করাটাই তাদের অভ্যাস। পান থেকে চুন খসলে অনেক কথা বলবে, কিন্তু নিজেরা কিছু করবে না।’

সমালোচকদের উদ্দেশে সরকার প্রধান বলেন, আমি তো বেসরকারি টেলিভিশন অনেকগুলো দিয়ে দিয়েছি, তারপরে আছে বিদ্যুৎ। আর এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি। এরা এক সময় সমালোচনা করেছিল, সেই

ডিজিটাল বাংলাদেশেই আমাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার তারা চালাতে থাকবে, সেটা বলুক।

অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কেন্দ্রে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামসহ বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র : যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৩৬ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৫৯৩

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটির সংক্রমণে সর্বমোট চার হাজার ৮৫৯ জন মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ে হালনাগাদ তথ্য জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন খবর পাওয়া গেছে।

এতে বলা হয়েছে, গত একদিনে ১৩ হাজার ৬৭৩ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৫৯৩ জন। এতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৪৪ হাজার ২৬৪ জনে।

এ সময়ে দুই হাজার ৪৪৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাদের নিয়ে ভাইরাসটিতে থেকে মোট সেরে উঠেছেন দুই লাখ ৫০ হাজার ৪৩১২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ, ২৬ আগস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়। এর মধ্যে ২ জুলাই চার হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

৭ সেপ্টেম্বর সেই সংখ্যা সাড়ে চার হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

সূত্র : যুগান্তর

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক কার্যক্রম

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত বয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নির্দেশনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।